দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশ

# অন্যথায় শিক্ষক-ছাত্ররাই ভার্সিটি খুলিয়া দিবে

( ইত্তেফাক রিপোর্ট )

গতকাল (সোমবার) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আয়োজিত ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশে শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, কর্মচারী, ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশার নেতৃবৃন্দ

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নয়া অধ্যাদেশকে অবৈধ অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন, এই অধ্যাদেশ ভার্সিটির স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী।

অবিলম্বে এই অধ্যাদেশ বাতিল করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়া দেওয়া না হইলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকেরা নিজ দায়িত্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠান খুলিয়া দিবে। সমাবেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ঐক্যের প্রশংসা করিয়া বিরোধী দলসমূহের উদ্দেশ্যে বলা হয়, স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য সময়ের প্রয়োজনে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, আপ-নারাও ঐক্যবদ্ধ হউন। সমাবেশে সরকারের অপসারণ ঘটাইয়া নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আবার নির্বাচন অনু-ষ্ঠানের দাবী জানানো হয়।

ডাকসুর ভিপি, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ, সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ডঃ কামাল হোসেন, ইত্তেফাক ও নিউ নেশনের সম্পাদক মণ্ডলীর সভা-পতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল হক চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ম, আখতারুজ্জামান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট আলতাফ হোসেন, জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমি-তির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আলা-উদ্দিন আহমেদ, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সভাপতি নাসির উদ্দিন ইউসুফ, বি, এফ ইউ জে'র সভাপতি রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, প্রেস ক্লাবের সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী, মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রফেসর ডাঃ এম এ মাজেদ, শ্রমিক কর্ম-চারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি নুরুল ইসলাম, ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব বক্তৃতা করেন। সমাবেশ পরিচালনা করেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ দুজা।

ছাত্রলীগ (না শ) সাধারণ সম্পাদক শফি আহমেদ পঠিত সমাবেশের ঘোষণায় অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বন্ধ ঘোষিত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলিয়া দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নয়া অধ্যাদেশ বাতিল, চলমান আন্দো-লনে নিহতদের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষী ব্যক্তি-দের শাস্তি এবং ছাত্রনেতা বজলুর রশিদ ফিরোজসহ আটক সকল ছাত্র-রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। বিকাল ৫টায় শুরু হইয়া রাত প্রায় সাড়ে ৭টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই বিরাট সমাবেশে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, জনতা অংশ নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন, অভিভাবক সমিতি ও নগরীর বিভিন্ন এলাকা হইতে ছাত্ররা মিছিল করিয়া সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশে সরকার বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান ধ্বনিত হয়।

সমাবেশে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা ও বাঁচার তাগিদে দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। স্বাধীন দেশে দেশ শাসন করার কথা জনগণের প্রতিনিধির। অথচ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করিয়া স্বৈরাচার দেশ শাসন করিতেছে। ফলে দেশের অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক কাঠামোসহ সকল মৌলিক অধিকার ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নয়া অধ্যাদেশের প্রতি-বাদ করিয়া তিনি বলেন, এই অধ্যাদেশ দেশের সংবিধানের পরি-পন্থী। এই অধ্যাদেশ বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়া দেওয়ার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, অন্যথায় ছাত্র-শিক্ষক-জন-গণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়া দিবে। চলমান আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া প্রশাসনের উদ্দেশ্যে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, পুলিশ বি, ডি, আর, ভাইয়েরা জানিয়া রাখুন সরকার পতনের আন্দোলন সফলতার মুখোমুখি। কাজেই সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হউন। সমাবেশে সমবেত জনতার উদ্দেশে একাত্তরের গণআন্দোলনের স্মৃতি-চারণ করিয়া তিনি বলেন, একা-ত্তরে ছাত্র জনতা জয়বাংলা ধ্বনি দিয়া যুদ্ধে নামিয়াছিল। বর্তমান সময়েও যুদ্ধের প্রয়োজন। আমরা